দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ছাত্রী হলে শিবির আতংক

ভয়ংকর একটি শব্দ 'শিবির'। বর্তমানে বাংলাদেশে এদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলো দিতে তাকালে। কেননা এ সংগঠনের সাথে আংশিক ছাত্রী জড়িত রয়েছে এর প্রমাণ অনেক রয়েছে। এদের সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন এরা বোরকা পরিধান করে। ভদ্র, নম্র ও সেরা ছাত্রী হিসেবেও তারা নিজের সম্পর্কে ধারণা রাখে। পারতপক্ষে এরা কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে না; বরঞ্চ পরিচিত কাউকে দেখলেই প্রথমে একটা হাসি উপহার দিতে ভালে না। এটি তাদের বিশেষ কৌশল মাত্র।

দেখা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্রী হলেই এদের কমবেশি অবস্থান রয়েছে। এদের বিশেষ চিহ্নিত রুমও রয়েছে। শিবির সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উঠলে এরা নীরবে হল থেকে কেটে পড়ে। সাধারণ মেয়েরা তা টেরও পায় না। এরা বিভিন্ন কৌশলে মিটিং ডাকে এবং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

রোকেয়া হলেরা শিবিরের মেয়েরা উন্মুক্তভাবে মিটিং ডেকেছিল কোন এক সন্ধ্যায়। ঘটনা অনেকেই শুনেছে, বিশেষ করে ক্যাম্পাস এলাকায় যারা বাস করে। তবুও কারো যেন মাথা ব্যথা নেই। শামসুন্নাহার হলে শিবিরের মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট রুমও রয়েছে। অন্য কোন সাধারণ মেয়েরা এ রুমে খালি সিট কখনও পায়নি। নির্দিষ্ট রুম এ জন্যে বলা হয়েছে যে, এ রুম সম্পর্কে অনেক সংগঠন যেমন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ভিন্ন সংগঠনের মেয়েরা পূর্বে ছোটখাট এ্যাকশনও নিয়েছিল। ১৯৯২ সালে এ রুমের শিবির সংক্রান্ত অনেক বইও পুড়ে ফেলা হয়। সে যা হোক, এরা চলাফেরাতেও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কোন বিশেষ কাজে যেতে হলে এরা একজন করে ধীরে ধীরে রুম থেকে বের হয়। খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এর সত্যতা পাওয়া গিয়েছে।

বর্তমান ক্যাম্পাসে এদের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন শিবির মেয়েদের একাংশ এখন আর বোরকা পরিধান করে না। একসময় ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়া তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাপাপ ছিল। রাজনৈতিক কারণে তাতেও বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন ছেলেদের সাথে আড্ডাও দিতে যায়।

সবকিছুর পরও একটি সত্য রয়ে যায় যে, তারা শিবির কর্মী। ভাবলেই অবাক লাগে এদের সম্পর্কে এখনও অনেকেই সচেতন নয়। সচেতন নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে এখনও শিবিরের সুদীর্ঘ ছায়া পড়েনি। তাহলে আমাদের কি উচিত নয় এসব নোংরা কীট এখন থেকে শেষ করে দেয়া, যাতে এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে একটি সুন্দর স্বপ্নপুরী।

□ সঞ্চিতা রাজ